শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

কয়েকটি জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ সত্য

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন কয়েকটি জেলায় ফাঁস হয়েছে। এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা/এলাকার পরীক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছে অধিদফতর। রোববার এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেসব জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে ওইসব জেলার মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহ, যশোর অন্যতম। জানা গেছে, গণমাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের কারণে অধিদফতর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেয়। এ কারণে নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে বৈঠকে সামগ্রিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। একাধিক সূত্র জানায়, বৈঠকে দেশের যেসব এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে সে সব অঞ্চলের পরীক্ষার ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়। এতে যেসব এলাকার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তাদের কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াও তদন্ত কমিটি গঠনের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। সূত্র জানায়, ময়মনসিংহসহ কয়েকটি অঞ্চলে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহে প্রশ্ন ফাঁসের সত্যতা পাওয়া গেছে। পরীক্ষার দিন ময়মনসিংহে ১৮ জন প্রশ্নসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। জেলার ইসলামিয়া একাডেমি কেন্দ্রের অনেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার আগে প্রশ্নের উত্তরপত্র পড়তে দেখা গেছে।